যুগান্তর

তারিখ ... 12 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৯ ...

ডিসিসির সতেরো সঙ্গীত স্কুলের বেহাল দশা

নেই সিলেবাস, দেয়া হয় না সার্টিফিকেট

হক ফারুক আহমেদ

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিভাগাধীন ১৭টি সঙ্গীত ও নৃত্যকলা শিক্ষা কেন্দ্রের বেশির ভাগেরই বেহাল দশা। কমিউনিটি সঙ্গীত ও নৃত্যকলা শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলেও কার্যত স্কুলগুলোর তেমন কোনো অর্জন নেই। দশ বছরের বেশি সময়েও সঙ্গীত বা নৃত্যকলা কোনো বিষয়েই একটি সিলেবাস তৈরি করতে সক্ষম হয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বাবদ বছরে প্রায় কোটি টাকা খরচ হলেও এখান থেকে কোনো শিক্ষার্থী কোর্স শেষ করে বের হতে পারেনি। শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

স্কুলগুলোর প্রিন্সিপাল ও প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আছেন শিল্পী আবদুল জব্বার। এ ব্যাপারে তার উদাসীনতা ও কাজের অবহেলার কথা জানা গেছে নানা সূত্র থেকে। এমনও নজির আছে যে, কোনো একটি স্কুলে এত বছরে তিনি মাত্র একবার এসেছেন। তাও আবার তাকে অনুরোধ করে নিয়ে আসা হয়েছে। সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলোর নানা সেন্টারে ঘুরেও বেহাল দশার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অঞ্চল-৪ এর হাজী জুম্মন কমিউনিটি সেন্টার সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রে সরেজমিন দেখা যায়, স্কুলে ছাত্র মাত্র ৫টি শিশু। তারা যে মেঝেতে বসে গান শেখে সেই মেঝের ম্যাটটি ছেঁড়া। স্কুলের শিক্ষক জানান, অনেকবার বলার পরও নতুন একটি ম্যাট দেয়া হয়নি। ঘরের পরিবেশও ভালো নয়। নাচ শেখানোর ঘরে গিয়ে দেখা গেল ঘরের দেয়ালে দেয়ালে শুধু শ্যাওলা। নাচের শিক্ষিকা অসুস্থ থাকায় ক্লাস নিচ্ছেন এক শিক্ষার্থী। আর তার কাছে নাচ শিখতে

দশা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

দশা : স্কুলের বেহাল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এসেছেন মাত্র একজন শিক্ষার্থী। আরেক স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাদ্যযন্ত্রের অবস্থা ভালো নয়। তবলার শিক্ষক জানালেন মেরামতের জন্য তারা অর্থ বরাদ্দ পান না।

সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিভাগের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে যুগান্তরকে বলেন, ২০০৪ সালে স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা হয়; আজ অবধি কোনো সিলেবাস তৈরি হয়নি। নেই কোনো কোর্স প্ল্যান। কিভাবে স্কুলগুলো চলবে, তার নীতিমালাও নেই। যন্ত্রপাতি মেরামত থেকে মেনটেইনেন্স— কোনো কিছুতেই বরাদ্দ নেই। শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় না কোনো সার্টিফিকেট। অনেক শিক্ষার্থী স্কুলের বেহাল দশা দেখে চলে যায়। আর আবদুল জব্বার সাহেবের দেখা মেলা ভার। এসব ব্যাপারে তার কোনো নজর নেই। অথচ তিনি মাস শেষে বিশ হাজার টাকা করে সম্মানী পান।'

অভিযোগের ব্যাপারে শিল্পী আবদুল জব্বার বলেন, 'আমি স্কুলের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে স্কুলগুলোতে গিয়েছি। কিন্তু আমি তো আর সেখানে গিয়ে গিয়ে গান শেখাই না। তবে সিলেবাস, কোর্স প্ল্যান ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করব।'

কাগজে-কলমে ২ বছরের কোর্সের কথা বলা হলেও ১৭টি স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের একটি ব্যাচ কোর্স শেষ করে বের হয়েছে এমন কোনো নজির নেই। অথচ ১৭ স্কুলে ২ জন করে গানের, ২ জন তবলার, ২ জন নৃত্যের শিক্ষকের প্রত্যেককেই প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা করে সম্মানী দেয়া হয়।

জানা যায়, এই স্কুলের উপদেষ্টা হিসেবে এক সময় সৈয়দ আবদুল হাদী, সুবীর নন্দী, রফিকুল ইসলাম, রানিজা খানম ঝুনুর মতো শিল্পীদের রাখা হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এখন আর তাদের ডাকা হয় না। এ ব্যাপারে সঙ্গীত শিল্পী সৈয়দ আবদুল হাদী যুগান্তরকে বলেন, সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলোর সব পরিকল্পনা আমার করা। তৎকালীন মেয়র সাদেক হোসেন খোকা সুবীর নন্দী, রফিকুল আলমসহ আমাকে ডেকে কমিউনিটির সাংস্কৃতিক চর্চার অংশ হিসেবে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। আমি সবকিছু ঠিক করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর আমাকে ডাকা হয় না। কেন হয় না তার উত্তর আমার জানা নেই। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা খোন্দকার মিল্লাতুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, স্কুলের সিলেবাসের বিষয়টি এখন অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আর বাজেটের স্বল্পতার কারণে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় না। তবে আমরা চেষ্টা করছি।

ঢাকা উত্তরের প্রধান সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, সিলেবাসের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। স্কুলগুলোর মানোন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।